দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG 26 2006

মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হবে না

মন্ত্রী সভা কমিটির প্রস্তাব জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রত্যাখ্যান

স্টাফ রিপোর্টার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে ফাজিল কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দেয়ার মন্ত্রী সভা কমিটির ২৪ আগস্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। এক পর্যালোচনা সভায় জমিয়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, এ প্রস্তাবে ২ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী আলিয়া নেছাবের শিক্ষাধারা ধ্বংসের তৎপরতা ছাড়া কিছুই নয়। এ প্রস্তাব কার্যকর করতে গেলে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি ফাজিল কামিল মাদ্রাসা এফিলিয়েশন লাভে সমর্থ হবে। বাকি সহস্রাধিক ফাজিল কামিল মাদ্রাসা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর শিক্ষক কর্মচারীরা চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যাবে। আর যে দু-চারটি মাদ্রাসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে তা আর মাদ্রাসা থাকবে না। কলেজে রূপান্তিত হবে। অপরদিকে দাখিল আলিম মাদ্রাসাগুলোর কোর্স কারিকুলামও অধিভুক্ত ফাজিল কামিলের কোর্স কারিকুলামের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীন তথা মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী এবং দেশের উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে এজাম ও ইসলামী জনতা মাদ্রাসা শিক্ষা বিধ্বংসী এরূপ সর্বনাশা সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেবে না, মেনে নিতে পারে না। কোনক্রমেই যেন মন্ত্রিসভা আগামী সোমবার অনুষ্ঠেয় মাদ্রাসা শিক্ষা বিধ্বংসী এ প্রস্তাব অনুমোদন

২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রত্যাখ্যান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে বরং প্রস্তাব বাতিল করে দেয় এ ব্যাপারে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় মিলনায়তনে জমিয়ত সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে জমিয়তের স্ট্যান্ডিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে এ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ২৬ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমা সভায় জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে আসছি, প্রথমে বেতনভাতা না দিয়ে হাজার হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা বিলুপ্তির মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তারপর ৩০% মহিলা শিক্ষক কোটা পূরণের বাধ্যতামূলক অবস্থার আদেশ জারি করে এবং সর্বশেষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সিলেবাস কারিকুলাম অনুসরণ, ডিগ্রী কলেজের এফিলিয়েশনের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসরণ, আলাদা ক্যাম্পাস ইত্যাদির বেড়াজাল সৃষ্টি করে মানপ্রাপ্তির মূলা ঝোলানো মূলত ঐতিহ্যবাহী আলিয়া নেছাবের শিক্ষাধারার কবর রচনারই এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। তারা এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বকীয় মহিমায়, বৈশিষ্ট্যে, স্বাতন্ত্র্যে যথাস্থানে বহাল রেখে ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স মানদানের দাবী জানান।

এ ব্যাপারে তারা গত ২১-৮-০৬ তারিখ দেশের শ্রেষ্ঠতম দু'জন পীরে কামেল যারা এ দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিভাবক তাদের প্রস্তাবটি বাস্তবচিত ও সময়োপযোগী উল্লেখ করে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ ও ফুলতলীর (সিলেট) পীর হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পত্রিকায় প্রদত্ত এক খোলা চিঠিতে এই প্রস্তাবে বলেন, অবিলম্বে এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসাপেক্ষে আপাতত ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রেখেই ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্স মান প্রদান করা হোক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিনের একক শিক্ষার দাবী জানিয়ে আসছে। দেশের পীর-মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরাম তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকার তাদের চাপে না প্রস্তাবে যদি অতি সূক্ষ্মভাবে ও সুকৌশলে মান দেয়ার নাম করে জামায়াতের সেই প্রত্যাখ্যাত নীতি কর্মসূচী ক্ষমতার জোরে চাপিয়ে দিয়ে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাধারা বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ নেয় তবে তার পরিণতি হবে ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ। এ শিক্ষা সংকোচন ও বিপন্ন করার এমন পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ অথবা পাকিস্তানী শাসকরা কিংবা সুদীর্ঘ তিন যুগে বাংলাদেশের কোন সরকার নেয়নি। ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী এ সরকার যদি এরূপ কোন সর্বনাশা পদক্ষেপ নিতে যায় তা কোনো ক্রমেই মেনে নেয়া হবে না। যে কোন মূল্যেই প্রতিহত করা হবে। জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন, এফিলিয়েটিং আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে বর্তমানে ফাজিল কামিলের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের যে কোর্স কারিকুলাম তা রদবদল করা চলবে না। মাদ্রাসা বোর্ডের মঞ্জুরী প্রাপ্ত কোন ফাজিল, কামিল মাদ্রাসাকে বা তার কর্তব্যরত কোন শিক্ষক কর্মচারীকে চাকুরীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। যে অবস্থা বিদ্যমান আছে তা বহাল রেখেই ফাজিল, কামিলকে প্রার্থিত মান দিতে হবে। তারা বলেন, কওমী ধারার দাওরায়ে হাদীসকে এমএ মান প্রদানের ঘোষণা সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যদি তাদের স্থিত অবস্থায় রেখে এ মান প্রদান করা যায় তবে আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল কামিলকে তা দেয়া না দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং অতি উত্তমরূপে স্বাভাবিকভাবেই তা দেয়া সম্ভব। কারণ নেসাবের ফাজিল পাসগণ ১৯৮০ সাল থেকেই বিএ এমএ'র সমতুল্য হিসাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সুযোগ ও বেতন স্কেল প্রাপ্ত হয়ে আসছেন। তাছাড়া এ যাবত গঠিত সকল কমিশন ও কমিটির রিপোর্টে ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমমান সম্পন্ন করে সুপারিশসমূহে উল্লেখ করেছেন।

জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের জনগণ সরকারকে সুকৌশলে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনকারী ও ধ্বংসকারী হিসাবে নয় বরং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দেখতে চায়। জমিয়ত নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর দাবী জানিয়ে বলেন, মন্ত্রিপরিষদ কমিটি কর্তৃক মাদ্রাসার ফাজিল কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব বাতিল করা হোক এবং এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন সাপেক্ষে আপাতত মাদ্রাসা বোর্ডের আওতায় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ফাজিল কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টারসমান প্রদান করা হোক।

জমিয়তের এই সভা থেকে আগামীকাল ২৭ আগস্ট রবিবার প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে মন্ত্রিপরিষদ কমিটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, এই প্রস্তাব বাতিল এবং এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্স মান দেয়ার দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল করার কর্মসূচী ঘোষিত হয়।

জমিয়ত নেতৃবৃন্দ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের উদাত্ত আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন জমিয়ত মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী, মাওলানা প্রিন্সিপাল মোঃ ইউনুছ, মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, প্রিন্সিপাল মাওলানা আঃ রহমান, প্রিন্সিপাল সফিউদ্দীন ভূঁইয়া, প্রিন্সিপাল নজরুল ইসলাম আল মারুফ, প্রিন্সিপাল কফিল উদ্দীন সরকার, প্রিন্সিপাল মোঃ শামসুল হুদা প্রমুখ।

কাল জেলা উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল

গত ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ কমিটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসার ফাজিল কামিলকে ন্যস্ত করে বিভিন্ন শর্তাধীনে ফাজিল কামিলকে মান দেয়ার যে চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরী করেছে আলিয়া নেছাবের অস্তিত্বের জন্য তা চরম হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা বাতিল এবং এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ফাজিল কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স মান দেয়ার দাবীতে আগামীকাল রবিবার সারাদেশের জেলা-উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল, ডিসি ও ইউএনও'র কাছে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন ও মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী এক যৌথবিবৃতিতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-